সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

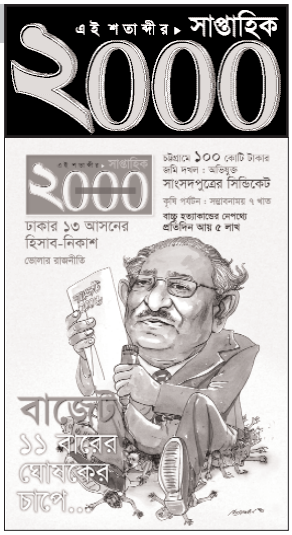

8 el 3 msL¨v 27 †g 2005

দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) অধীনে প্রথম বাজেট হতে যাচ্ছে এবার। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এ নিয়ে ১১বার বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন। বাজেটের আয়তন প্রায় ৬২ হাজার কোটি টাকা হবে। এ ধরনের কয়েকটি রেকর্ড নিয়ে জনগণের সামনে আসছে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট।

পিআরএসপির আওতায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনীতির গতিপ্রবাহকে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য বাজেট প্রণয়নের প্রেক্ষাপট থাকলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের মানুষের ধারণা, এ দেশে বাজেট ঘোষণা মানেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, বিলাসসামগ্রীর ওপর কর রেয়াত আর সাধারণ মানুষের ওপর ভ্যাট-ট্যাক্সের নতুন বোঝা। বড় আয়তনের বাজেট করলে স্বাভাবিকভাবেই কর-ভ্যাটের আওতা বাড়বে, বসবে নতুন কর।

অন্যদিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে অর্থমন্ত্রী চাপে রয়েছেন বড় ধরনের বাজেট করার। যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই সরকারদলীয় সাংসদরা সাময়িক জনতুষ্টি ও বাহবা কুড়ানোর ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। এ ধরনে ব্যয় বাড়লে একশ্রেণীর মানুষের হাতে অর্থ আসবে ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষ সুফল পাবে না, বরং মাত্রাতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করবে যা জিনিসপত্রের দাম বাড়াবে।

বাজেটের কাঠামোগত দুর্বলতা হলো সময়মতো সঠিকভাবে অর্থ ব্যয় করতে না পারা। তারপরও প্রায় ৬২ হাজার কোটি টাকার বাজেট হতে যাচ্ছে, যা চলতি বাজেট থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। অথচ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে বরাদ্দের ৪৮ শতাংশ খরচ হয়েছে। বছরের শেষভাগে তাড়াহুড়ো করে খরচ করতে গিয়ে অপচয় বাড়বে। অদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার কারণে বাজেটের ব্যয় উন্নয়ন ছকমতো হচ্ছে না, বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ। এর দায়ভার কে নেবে? তারপরও কেন উচ্চাভিলাষী বাজেট আসছে?

বাজেট জনগণের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সৃষ্টি হয় পরোক্ষ কর্মসংস্থান। অথচ বিগত বাজেটের ফল হলো উল্টো। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সর্বোচ্চ শুল্কহার মানে উৎপাদিত পণ্য আমদানিতে শুল্কহার কমিয়ে ২৫% করলেন। বিপরীতে সর্বনিম্ন হার মানে কাঁচামাল আমদানির শুল্কহার ৭.৫% বজায় রাখা হলো। ফলে বিদেশী পণ্যে বাজার সয়লাব হয়ে গেল। মার খেল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এটাই কি উন্নয়নের জোয়ারের বাজেট?

বাজেটে আসলে দেশের জনগণের কথা ভাবা হয় না। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বাজেট দেশের উন্নয়নে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। রেকর্ডধারী অর্থমন্ত্রীকে বিষয়টি বুঝতে হবে। তা না হলে বাজেট কাগজ-কলমে গতানুগতি দলিল হিসেবেই থেকে যাবে। উন্নয়নের স্থবিরতার ফলে দারিদ্র্য বাড়বে। ব্যর্থ হবে পিআরএসপি।

——c"Q` : **শেখ আফজাল**